সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মুসলিম উম্মাহ

মুসলিমদের ১৪১০ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মুহাম্মদ (স.) এর নবুওয়াত চলে ২৩ (৬১০–৬৩২) বছরঃ

মুহাম্মদ (স.) এর বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হলে মক্কার হেরা গুহায় জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ তা'আলালার পক্ষ থেকে কুরআনের সূরা আলাক্ব এর কয়েকটি আয়াত তাঁর নিকট নিয়ে আসেন। এর মাধ্যমেই ওহী এবং ইসলামের সূচনা হয়। তিনি মক্কায় ইসলামের দিকে দাওয়াতের কাজ করেন ১৩ বছর। এরপর মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে ১০ বছরে দাওয়াত এবং জিহা-দের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করলে সাহাবীগণ আবু বকর সিদ্দিক (রদি.) এর হাতে খ-লিফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহন করেন।

মদিনায় রাশেদীন খিলাফত চলে ৩০ (৬৩২–৬৬১) বছরঃ

খলিফাগণ হলেন– Abu Bakr as-Siddīq, 'Umar Ibn al-Khattab, 'Uthman Ibn 'Affan, 'Ali Ibn Abu Talib.

চার খলিফা মারা যাবার পর কুফায় খলিফা মনোনিত করা হয় হাসান ইবনে আলী (রদি.) কে। যার হাতে সাহাবী এবং অন্যান্য মুসলিমগণ খিলাফতের বাইয়াত নেন। অপরদিকে সিরিয়ায় খলিফা মনোনিত করা হয় মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রদি.) কে। যার হাতেও সাহাবী এবং অন্যান্য মুসলিমগণ খিলাফতের বাইয়াত নেন। ৬ মাস পর যুদ্ধাবস্থা তৈরি হলে রক্তপাত এড়ানোর জন্য হাসান (রদি.) মুয়াবিয়া (রদি.) এর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এর মাধ্যমে খিলাফতের নেতৃত্ব চলে যায় উমাইয়া শাসকদের কাছে।

সিরিয়ায় উমাইয়া খিলাফত চলে ৯০ (৬৬১-৭৫০) বছরঃ

খলিফাগণ হলেন– Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan, Yazid Ibn Mu'awiyah, ['Abdullah Ibn Zubayr], Mu'awiyah Ibn Yazid, Marwan Ibn Hakam, 'Abdul-Malik Ibn Marwan, Walid Ibn 'Abdul-Malik, Sulayman Ibn 'Abdul-Malik, 'Umar Ibn 'Abdul-'Aziz, Yazid Ibn 'Abdul-Malik, Hisham Ibn 'Abdul-Malik, al-Walid Ibn Yazid, Yazid Ibn al-Walid, Ibrahim Ibn al-Walid, Marwan II.

৯০ বছর পর খোরাসান থেকে বিদ্রোহ উঠে এবং আবু মুসলিম খোরাসানী ১০ হাজার সেনা নিয়ে খলিফার ১ লক্ষ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। খিলাফত চলে আসে ইরাকে হযরত আব্বাস (রদি.) এর বংশধরদের কাছে। এতে ৬ লক্ষ লোক নিহত হয় এবং উমাইয়া বংশের সবাইকে হত্যা করা হয়। আরম্ভ হয় বাগদাদে আব্বাসি খিলাফত।

ইরাকে আব্বাসি খিলাফত চলে ৫০৯ (৭৫০–১২৫৮) বছরঃ

খলিফাগণ হলেন– As-Saffāh, Al-Mansūr, Al-Mahdī, Al-Hādī, Hārūn ar-Rashīd, Al-Amīn, Al-Ma'mūn, Al-Mu'tasim bi-'llāh, Al-Wāthiq bi-'llāh, Al-Mutawakkil 'alā Allāh, Al-Muntasir bi-'llāh, Al-Musta'īn bi-'llāh, Al-Mu'tazz bi-'llāh, Al-Muhtadī bi-'llāh, Al-Mu'tamid 'alā Allāh, Al-Mu'tadid bi-'llāh, Al-Muktafī bi-'llāh, Al-Muqtadir bi-'llāh, Al-Qāhir bi-'llāh, Al-Muqtadir bi-

'Ilāh, Al-Qāhir bi-'Ilāh, Ar-Rādī bi-'Ilāh, Al-Muttaqī li-'Ilāh, Al-Mustakfī bi-'Ilāh, Al-Mutī' li-'Ilāh, At-Tāi li-amri 'Ilāh, Al-Qādir bi-'Ilāh, Al-Qā'im bi-amri 'Ilāh, Al-Muqtadī bi-amri 'Ilāh, Al-Mustazhir bi-amri 'Ilāh, Al-Mustarshid bi-'Ilāh, Ar-Rāshid bi-'Ilāh, Al-Muqtafī li-amri 'Ilāh, Al-Mustanjid bi-'Ilāh, Al-Mustadī bi-amri 'Ilāh, An-Nāsir li-Dīn i'llāh, Az-Zāhir bi-amri 'Ilāh, Al-Mustansir bi-'Ilāh, Al-Musta'sim bi-'Ilāh.

৫০৯ বছর পর চেংঙ্গিস খানের বাহিনী বাগদাদ আক্রমন করে। বাগদাদ শহরের ২০ লক্ষ মানুষ, প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়। এর আগে আলেমদের কেন্দ্র ইরানের নিশাপুরে প্রায় ১৭ লক্ষ লোককে হত্যা করে, শহরের সবাইকে। শহরের পাশে মানুষের মাথার তিনটা পাহাড় তৈরি করে। পুরষ, মহিলা এবং শিশুদের। এর মাত্র তিন বছর পর মিশরের সাইফুদ্দিন কুতুয আঈন জালুতের যুদ্ধে চেংঙ্গিস খানের বাহিনীকে পরাজিত করে গড়ে তোলেন মামলুক খিলাফত। যদিও তখনও সকল মুসলিম ভূখন্ড তাতারদের থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয় নি।

মিশরে মামলুক খিলাফত চলে ২৫৭ (১২৬১–১৫১৭) বছরঃ

খলিফাগণ হলেন– Al-Mustansir, Al-Hakim I, Al-Mustakfi I, Al-Wathiq I, Al-Hakim II, Al-Mu'tadid I, Al-Mutawakkil I, Al-Mus'tasim, Al-Wathiq II, Al-Musta'in, Al-Mu'tadid II, Al-Mustakfi II, Al-Qa'im, Al-Mustanjid, Al-Mutawakkil II, Al-Mustamsik, Al-Mutawakkil III.

বাগদাদ আক্রমনের পর সরকারী ভাবে জাকাত আদায় বন্ধ হয়ে যায়। যে যার মত যাকাত পরিচিতদের দিয়ে দেয়ার হুকুম হয়। এই ছাই ভষ্মের ভেতর থেকে মামলুকদের বাহিনী দ্রুত মুসলিমদের শহরগুলো দখল করে নেয়। সালাহ উদ্দিন আইয়্যুবী আল আকসা খৃষ্টানদের থেকে মুক্ত করেন। মামলুক খিলাফত ২৫৭ বছর চলার পর খলিফা তৃতীয় মুতাওয়াক্কিলকে কৌশলে সড়িয়ে খলিফা হন প্রথম সেলিম। আরম্ভ হয় উসমানী খিলাফত। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় অটোমান এম্পায়ার।

তুরস্কে উসমানী খিলাফত চলে ৪০৮ (১৫১৭–১৯২৪) বছরঃ

খলিফাগণ হলেন– Selim I, Suleiman I, Selim II, Murad III, Mehmed III, Ahmed I, Mustafa I, Osman II, Murad IV, Ibrahim, Mehmed IV, Suleiman II, Ahmed II, Mustafa II, Ahmed III, Mahmud I, Osman III, Mustafa III, Abdul Hamid I, Selim III, Mustafa IV, Mahmud II, Abdul Mejid I, Abdul Aziz, Murad V, Abdul Hamid II, Mehmed V, Mehmed VI, Abdul Mejid II.

ইহুদি পন্ডিত হারজেল খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের কাছ থেকে জেরুজালেম নগরী কিনতে চায়। খলিফা রাজি না হওয়ায় ইহুদিরা বৃটিশদেরকে খিলাফত ধ্বংস করতে আহ্বান জানায়। সৌদ পরিবার বৃটিশ ও ফরাসিদের সাহায্য নিয়ে খিলাফাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, হত্যা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। ব্রিটিশদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা এবং আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয় ইহুদি টি.ই. লরেঞ্জ। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। উসমানি খিলাফত যুদ্ধ করে জার্মানির পক্ষে এবং তারা পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পর সেনাপ্রধান (গুপ্ত ইহুদি) কামাল আতাতুর্ক বিদ্রোহ করে তুরষ্কের ক্ষমতা নিয়ে নেয়। প্রতিটা আরব দেশ বৃটিশদের সহযোগিতায় স্বাধীনতা ঘোষনা করে। ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়। সৌদ পরিবার হেজাজ (মক্কা/মদিনা) দখল করে রাজতন্ত্রের ঘোষণা দেয়। আরম্ভ হয় সৌদি শাসকদের যুগ।

মক্কায় সৌদি রাজতন্ত্র চলছে ১০০ (১৯২১–বর্তমান) বছরঃ

রাজাগণ হলেন– Abdul Aziz II, Saud IV, Faisal II, Khalid II, Fahad I, Abdullah IV, Salman I.

সৌদ পরিবার বৃটিশদের দেয়া মানচিত্র অনুযায়ী জাতিয়তাবাদি রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করে। হেজাজকে নিজেদের গোষ্ঠির নামে নাম করণ করে 'সৌদি আরব'। জাজিরাতুল আরবের পবিত্র ভুমিতে কাফের আমেরিকার বাহিনীকে জায়গা দেয়। কাফের তাগুত ও ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনের সাথে বন্ধুত্ব করে। এদের মতের সাথে না মিললেই এরা জুলুম, হত্যা নির্যাতন করে বেড়ায়, গণহারে তাকফির-তাখরিজ

করে। আলেম উলামার কোন দাম নাই, একমাত্র যারা আলে সৌদের সাফাই গায় তারা ব্যতিত। সাম্প্রতিক সময়ে সিনেমা হল এবং ব্যান্ড সঙ্গীতের আয়োজন করেছে।

সূত্রঃ
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_caliphs